

১৫ নভেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত রিজেন্ট বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভায় অনুমোদিত 'নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা' :

উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন সাধন এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য।

১. উচ্চশিক্ষা বলতে দেশে বা বিদেশে পি-এইচ ডি, এমফিল/মাস্টার্স/সমমানের ডিগ্রী প্রোগ্রাম বোঝাবে এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপেন্ডামা/সার্টিফিকেট কোর্স/পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ উচ্চ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে। একাডেমিক/প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশে বা বিদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়/একাডেমিক/ইনস্টিটিউট/গবেষণা ইনস্টিটিউট ভিজিট প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হবে।
২. উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাধারণভাবে একাডেমিক স্টাফদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তবে যে সকল ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে সেই সকল ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের জন্যও প্রশিক্ষণ উন্মুক্ত থাকবে।
৩. যে সকল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দেশের মধ্যে বিদ্যমান সে সকল বিষয়ে দেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রস্ভাবকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তবে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশসমূহে যাওয়ার প্রস্ভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক উৎস থেকে দেশে বা বিদেশে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয়ভার বহন করা যাবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের জনবলের সুখম উন্নয়নের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হবে।
৫. নিয়মিতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা যাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীর মেয়াদ দুই বৎসর পূর্ণ হয়েছে কেবলমাত্র তাঁরাই এই ফান্ড থেকে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সাহায্য নিতে ইচ্ছুক শিক্ষক/কর্মকর্তাকে নিজ উদ্যোগে কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। শিক্ষক/কর্মকর্তা যে প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণে যেতে আগ্রহী উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আর্থিক ব্যয়ের খাতওয়ারী বিভাজনসহ বিস্ভারিত প্রাক্কলন উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রস্ভাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
৭. দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী কোন শিক্ষককে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য মাসিক ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা এবং পি-এইচ ডি প্রোগ্রামের জন্য মাসিক ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা প্রদান করা যেতে পারে।
৮. উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রস্ভাব শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ কোন পর্যায়ের, কত মেয়াদের এবং মোট আর্থিক ব্যয়ের কত অংশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদান করতে হবে ইত্যাদি বিস্ভারিত ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
৯. উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রস্ভাব রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করার পর তা বিবেচনার জন্য নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল এর সভায় উপস্থাপন করা হবে। একাডেমিক কাউন্সিল এর সুপারিশ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রস্ভাব বাস্ভবায়িত হবে।

১০. স্টাডি লীভ রুলের নিয়মানুযায়ী উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণের জন্য ছুটি মঞ্জুর করা যাবে। স্টাডি লীভ না নিয়েও নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন ছাত্র হিসেবে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষক/কর্মকর্তা এই ফান্ডের আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মকর্তাকে যে মেয়াদের জন্য আর্থিক সুবিধা দেয়া হবে, উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে তিনি উক্ত মেয়াদকালের সমান সময় নোবিপ্রবিতে চাকুরী করতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় তাঁকে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ বাবদ বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে হবে।

স্বাক্ষরিত

(ড. মো: হুমায়ুন কবির)

চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
এবং আহ্বায়ক, উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দেশে বিদেশে
সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণে
আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি, নোবিপ্রবি

স্বাক্ষরিত

(জনাব মোহাম্মদ হানিফ মুরাদ)

চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) গণিত বিভাগ এবং প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) এবং

সদস্য, উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং দেশে বিদেশে
সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণে
আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি, নোবিপ্রবি

স্বাক্ষরিত

(এএফএম আরিফুর রহমান)

চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)

ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স বিভাগ এবং সদস্য, উচ্চশিক্ষা,
প্রশিক্ষণ এবং দেশে বিদেশে
সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণে
আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি, নোবিপ্রবি